কৃপণ

মিসেস সিনহা রে আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিল আমার স্বামী যেন রক্ষিতকে অতি অবশ্য মনে করিয়ে দেয় পিকনিকে কিছু না আনতে। লেডীজ ক্লাবের তরফ থেকে পিকনিকের ব্যবস্থা হয়েছে, স্টেশনের মোট বাইশটা ফ্যামিলি যাবে। সবাইকে কিছু না কিছু খাবার দাবার নিয়ে যেতে বলা হয়েছে, ব্যতিক্রম শুধু এই রক্ষিত।

"কেন? কেন?"

"রক্ষিত ব্যাচেলর।"

"তাতে কি? শহরে ভাল রেস্টুরেণ্ট, বেকারি, কনফেক্শনারি রয়েছে। রোস্ট চিকেন, কাবাব রোল, চকোলেট কেক কি নিদেন পক্ষে এক বাক্স মিষ্টি অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে কোনও ঝক্কি ঝামেলা না করে।"

"তুমি সদ্য পা দিয়েছ স্টেশনে তাই একথা বলছ। স্কটল্যাণ্ডের সেই কিপ্টের গল্প শোনোনি? বিভিন্ন দেশের ক'জন লোক মিলে পিকনিকে গেছে। কথা ছিল সবাই কিছু না কিছু আনবে। হাঙ্গেরিয়ান আনলো গুলাশ, ইটালিয়ান আনলো স্প্যাগেটি, জার্মান আনলো সসেজ আর হ্যাম, ইংরেজ আনলো ইয়র্কশায়ার পুডিং আর অ্যাপল পাই। আর আমাদের স্কটিশ মক্কেল কি নিয়ে গেল জানো? কোনও খাবার জিনিস তো নয়ই বরং বাড়তি দু'জন লোক। নিজের দুই ভাইকে নিয়ে গেল যাতে তার সাথে তারাও ফোকটে ভোজনপর্বটা সেরে আসতে পারে। রক্ষিত হয়তো কটা দড়কচা মারা পেয়ারা কিনে আনবে কি বড়জোর চিলতে এক প্যাকেট পানপরাগ। এরকম ঘটনা আগেও ঘটে গেছে। জন্মদিনের পার্টিতে কাগজের ঠোঙায় গুটিকতক লেবেনচুষ, বিবাহ বার্ষিকীতে পুরোনো ছাতাধরা চটি বই কিংবা এই ধরনের বিতিকিচ্ছিরি কিছু। মধ্যে থেকে সবাই অপ্রস্তুতের একশেষ। তাই বুদ্ধি করে ঢালাও নিয়ম করা হয়েছে স্টেশনের কোন উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যাচেলরদের কিছু আনা একেবারে মানা।"

"আর ক'জন ব্যাচেলর আছে?"

"আর কেউ নেই, ওই একটি। আমাদের মহিলাদের hobbyই হল match making। ব্যাচেলর দেখলেই উঠে পড়ে লেগে যাই এবং জুৎসই পাত্রী খুঁজে অবিলম্বে ঝুলিয়ে দিই। এপর্যন্ত কোনও ব্যাচেলর এই স্টেশনে এসে একক ফেরেনি।"

"কিন্তু রক্ষিত?"

"বাপ্ রে, ওই হাঁড়িফাটা কিপ্‌টেকে জামাই করবে কে? মেয়েদের অভিভাবকরা ওকে বিশহাত লম্বা লগি দিয়ে ছুঁতে নারাজ। মামুলি কখানা পরিধেয় জামাকাপড় আর জুতোজোড়া ছাড়া ওর কাছে কিচ্ছুটি নেই। গুহাবাসী সাধুসন্নেসীদেরও এর চাইতে বেশী জিনিসপত্তর থাকে ----।"

শঙ্কর অফিস যাবার মুখে তাকে মিসেস সিনহা রে'র হয়ে অনুরোধ জানালাম রক্ষিতকে তার বিশেষ প্রিভিলেজ স্মরণ করিয়ে দিতে।

শঙ্কর বললো, "দেখি রক্ষিতকে ধরতে পারি কিনা। আজ তো ও মীরাট যাচ্ছে। আসলে মুখুটির যাবার কথা ছিল। কিন্তু মুখুটির শালা শালাজ এসেছে, তাদের নিয়ে দুদিন একটু আমোদ আল্লাদ করবে। রক্ষিত এক কথায় রাজি হয়ে গেল। এতক্ষণে হয়তো রওনা হয়ে গেছে।"

মীরাট থেকে ফেরার পথে এক বিরাটকায় মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে রক্ষিতের গাড়ির ধাক্কা লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে রক্ষিত এবং ড্রাইভার দুজনেরই ভবলীলা শেষ।

এর অনতিকাল পরেই রক্ষিতের উইলের কথাটা প্রকাশ পেলো। রক্ষিত তার যথাসর্বস্ব এক সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থাকে দান করে গেছে। ওই প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে আরও জানা গেল যে বহু বছর ধরে রক্ষিত তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং নিজের ভরণপোষণ হাতখরচ বাবদ যৎকিঞ্চিৎ রেখে উপার্জনের বাকি টাকাটা সে এইভাবেই ব্যয় করে এসেছে বরাবর ----।